আজকের কাগজ

তারিখ ..23 MAR 1993..
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের হাতে ভিসি ৮ ঘন্টা বন্দি ।। যে কোনো সময় সংঘর্ষের আশংকা

ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এখন ছাত্র শিবিরের দখলে। এক কথায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারি শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডারের হাতে জিম্মি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিবিরের ঘাঁটি বা দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলার ঘৃণ্যতম চক্রান্তে লিপ্ত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিবিরের সমূহ অপকর্মে শিক্ষা কার্যক্রম অচল হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে।

সূত্র মতে, ১৪ মার্চ সকাল থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল হামিদকে তার অফিস কক্ষে আটকে রাখে। ফলে উপাচার্য আব্দুল হামিদ নামাজ ও ইফতার থেকে বঞ্চিত হয়। জানা গেছে, শিবিরের অন্যায়-অবৈধ দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৪ মার্চ ভিসিকে তার কক্ষে আটক করে রাখে।

সূত্র মতে, বহিরাগতদের ক্যাম্পাসে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক জামাত-শিবির চক্রের সশস্ত্র ক্যাডারদের উপস্থিতি, অবৈধ অনুপ্রবেশে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশংকা ছাড়াও স্বাধীনতার পক্ষের ছাত্র সংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীদের প্রাণনাশের আশংকা দেখা দিয়েছে। অপর একটি সূত্র জানান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধের জন্যেই শিবির তাদের অস্ত্রধারী ক্যাডারদের ভর্তি নিশ্চিত করতে উপাচার্যকে অবৈধভাবে চাপ প্রয়োগ করছে এবং ১৪ মার্চ তাকে তার কক্ষে আটক করে রাখে।

অপরদিকে এখানে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও মৌলবাদীদের সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। বর্তমান ভিসি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে স্বাধীনতা বিরোধী জামাত-শিবির চক্রের অপতৎপরতার সূচনা। একই সঙ্গে প্রশাসনকে দলীয়করণেরও সূচনা হয়। বিশেষ করে ৩ মার্চ ভর্তি নিষ্পত্তি প্রকাশের পর তাদের ঘৃণ্য তৎপরতা প্রকাশ্য রূপ পায়। উপাচার্যের বিশেষ ক্ষমতা বলে ১৯৯১-৯২তে ২৫ জন ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে শিবির চক্রকে স্লোগান দিতে শোনা যায়, '২৫ জনের ভর্তি হলে ভিসিসহ ২৬ জনের কবর হবে।' শিবির তাদের অস্ত্রধারী ৩০ জন ক্যাডারকে ভর্তির অবৈধ চক্রান্তে ব্যর্থ হয়ে ঘৃণ্যতম তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। যে কোনো সময় স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক জামাত-শিবির চক্র এখানে সন্ত্রাসী সংঘর্ষ ঘটাতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহল আশংকা প্রকাশ করেছে।